যুগান্তর

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ২ ......

উচ্চ মাধ্যমিকে নতুন ইংরেজি বই

গাইড-কোচিংনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতির বিপক্ষে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ

যুগান্তর রিপোর্ট

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে এবার নতুন যুক্ত ইংরেজি বিষয়ের পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা 'সিন' আর 'আনসিন' প্রশ্নে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। বিশেষজ্ঞদের একপক্ষ চাচ্ছেন, পাঠ্যবই থেকে কম প্রশ্ন হবে। পাঠ্য বইয়ের পাঠের আলোকের বাইরে থেকে প্রশ্ন হবে বেশি। এতে শিক্ষার্থীরা পাস করার জন্য বেশি লেখাপড়া করবে। ফলে বেশি ইংরেজি শিখবে। অপরপক্ষ চাচ্ছেন, পাঠ্যবই থেকে কম প্রশ্ন হলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসবিমুখ হবে। এতে নোট-গাইড এবং প্রাইভেট-কোচিং ব্যবসাও মারাত্মক আকার ধারণ করবে। তাই পরীক্ষার বেশির ভাগ প্রশ্ন পাঠ্যবই থেকেই করতে হবে।

মঙ্গলবার জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষার 'নম্বরপত্র বিভাজন' নিয়ে দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এতে সারা দেশ থেকে বিশেষজ্ঞরা যোগ দেন। সেখানেই পরীক্ষা আর পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে এই বিতর্কের অবতারণা ঘটে। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ গাইড-কোচিংনির্ভর পরীক্ষা পদ্ধতির বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। এ জন্য তারা পাঠ্যবই থেকে বেশির ভাগ প্রশ্ন করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন।

মঙ্গলবারের এ কর্মশালায় বিশেষজ্ঞরা দুই ভাগে বিভক্ত বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ চাচ্ছেন ১০০ নম্বরের মধ্যে 'সিন' (পাঠ্য বইয়ের ওপর) প্রশ্ন বেশি থাকবে। কিন্তু অপর অংশ চাচ্ছেন, 'আনসিন' (পাঠ্য বইয়ের বাইরে) প্রশ্ন বেশি থাকবে। এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে উভয়পক্ষ নানা যুক্তি তুলে ধরেন। প্রশ্নপত্রে 'বেশির ভাগই সিন প্রশ্নের পক্ষের সমর্থক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নতুন বইয়ের সম্পাদকদের একজন ড. শাহীন কবির। এই বিশেষজ্ঞ বলেন, শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী করতে হলে পাঠ্যবইকে গুরুত্ব দিতে হবে। নইলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফিরবে না। ফলে ইংরেজিও শিখবে না।

সিন প্রশ্নের সমর্থকদের একজন অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী। তিনি বলেন, বাংলা পাঠ্যবই বিক্রির হার যেখানে ৮৫ ভাগ, সেখানে এই ইংরেজি বই মাত্র ৫ ভাগ শিক্ষার্থী কেনে। এটা হয়েছে মূলত পাঠ্যবইকে কম গুরুত্ব দেয়ার কারণে। যদি কেউ পাঠ্যবই না পড়ে তাহলে সে ভাষা যেমন শিখবে না, তেমনি উপযুক্ত মানুষ হওয়ার রসদও পাবে না। তাই পাঠ্যবইকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

জবাবে কর্মশালায় অংশ নেয়া প্রায় সব বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বলেন, পরীক্ষা নীতি তৈরি করতে হবে প্রত্যন্ত এলাকার কলেজের কথা মাথায় রেখে। বাংলাদেশ মানে কেবল ঢাকা শহর নয়।

সব শেষে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক এনসিটিবি সদস্য (কারিকুলাম) অধ্যাপক মশিউজ্জামান প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ শেষে তা অনুমোদনের জন্য জাতীয় কারিকুলাম সমন্বয় কমিটিতে (এনসিসিসি) উপস্থাপনের কথা বলে কর্মশালা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

বর্তমানে ইংরেজি বাদে অন্যান্য বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হয়। গত এক দশকেরও বেশি দিন এসএসসি ও এইচএসসিতে 'কম্যুনিকেটিভ ইংলিশ' চলছে। যদিও এই ইংরেজি আসলেই কম্যুনিকেটিভ কিনা— তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আপত্তি রয়েছে।